দলিতকুসুম এবং দলন-মন্থনের সূত্র সন্ধান

সাইফ তারিক

ভূমিকার আগে

সফেন সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছিলেন আফ্রোদিতি— গ্রিক পুরাণের দেবী; ভালোবাসার সমস্ত কলকব্জা তাঁর অধীনে; তিনি প্রেমের উদ্যোক্তা ও নিয়ন্ত্রক। অনন্যরূপা, ত্রিভুবন উজালা-করা সুন্দরী। তাঁর রূপের জেল্লায় দেবরাজ জিউস উচাটন হলেন— সেরেছে! একে নিয়ে দেবতাদের খেয়োখেয়ি চরমে পৌঁছাবে। এখন কী উপায়! কী করে মিলবে সম্ভাব্য মল্লযুদ্ধের নিদান!

সব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে, বিশ্লেষণ করে করে জিউস ব্যাকুল— কী তাহলে সমাধান? শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন, একে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। উৎপত্তির মুহূর্ত থেকেই ষোড়শী আফ্রোদিতি— বিয়ে দিতে সমস্যা তো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু পাত্র কে? কার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায় একে? হ্যাঁ, বদখত হেফাস্তাসই পাত্র; সার্বিক বিবেচনায় সর্বোত্তম। জিউস কর্মকার-কারুকার দেবতা হেফাস্তাসের সঙ্গে আফ্রোদিতির বিয়েটা দিয়ে দিলেন— যাক, ল্যাঠা চুকেছে! দেবতাদের মল্লযুদ্ধের আশংকা আর থাকল না।

জিউস নিদান দিলেও, আফ্রোদিতি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। হেফাস্তাসের রূপ তাকে আকৃষ্ট করে না; যদিও তিনি উত্তম কর্মকার। হেফাস্তাস কিন্তু সুন্দরী বউ পেয়ে যার-পর-নাই খুশি। তিনি স্ত্রীর জন্য এমন এক গয়না বানালেন যে, তাতে আফ্রোদিতির রূপের দ্যুতি বেড়ে গেল বহুগুণে। শতগুণ হলো তাঁর আকর্ষণী ক্ষমতা। জিউসের সমাধান বরং গহনার প্রকৌশলে পাতলা হয়ে গেল— দেবতারা আগেই আফ্রোদিতির রূপে পাগল ছিল; এবার হলো দিওয়ানা। সে কথা হোমারের কল্যাণে জানে জগৎবাসী।

আফ্রোদিতি প্রেমের দেবী, ভালোবাসার দেবী; যৌনতারও দেবী— কামেশ্বরী। হেফাস্তাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ঠিকই; তারপরও দেবকুল ও মানবকুল উভয়কুলেই তাঁর প্রেমাস্পদের অভাব ছিল না। তিনি সৃজনের তাড়নার দেবী। তাঁর স্পর্শ ব্যতীত সৃজন অসম্ভব— 'প্রেম' না হলে 'সৃজন' হয় না। তাঁর লীলা এতই সম্মোহনী যে, ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস তাঁর বরে উন্মাদ হয়ে স্পার্টার রাজবধূ হেলেনকে অপহরণ করে 'জাগতিক' এক মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ধান ভানতে শিবের গীত হলো কি না সেটা ভাবতে পারেন পাঠক। কারণ এ নিবন্ধের বিষয় আফ্রোদিতি নন। আমার বিবেচনার বিষয় : 'পতিতাবৃত্তি'র সূত্র বা উৎস। ফলে, এ পর্যায়ে এসে পাঠকের মনে প্রশ্ন

জাগাই স্বাভাবিক— আফ্রোদিতির গল্প পাড়ার কী হেতু? আপাতত বলে রাখি, তাঁকে প্রসঙ্গ করা হয়েছে এ কারণে যে, তাঁর সঙ্গে একটা বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে; সেটা হচ্ছে 'পবিত্র বেশ্যাবৃত্তি' বা স্যাক্রেড প্রস্টিটিউশন। এ লেখায় বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে অনিবার্য হয়ে উঠবে। যৌনতার রাজনীতির কথা যখন আসবে তখনো স্মরণ করতে হবে আফ্রোদিতিকে।

আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা

পবিত্র বেশ্যাবৃত্তি (sacred prostitution), ধর্মশালায় বেশ্যাবৃত্তি (temple prostitution) ও ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তি (religious prostitution)— তিনটিই মূলত এক বিষয়। সহজ কথায় বললে বিষয়টি দাঁড়ায় : ধর্মের অঙ্গ হিসেবে যৌনতা। কার্যত 'পতিতাবৃত্তি'র আলোচনা যৌনতাবিষয়ক আলোচনাই বটে।

পুরাণকালে ধর্মাচরণের অংশ হিসেবে ধর্মালয়ে যৌনতার সামগ্রিক আচার পালন করা হতো। এটাই ছিল পুরানো পৃথিবীর ধর্মের স্বাভাবিক রীতি। এতে তৎকালীন মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী পাপের কিছু ছিল না। পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উপকরণ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত এসব তথ্য সবাই যে একই পরিভাষায় উপস্থাপন করেন তা নয়। অনেকে sacred sex (পবিত্র যৌনতা) পরিভাষা ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী। তাদের যুক্তি : ওই সময়ে ধর্মতন্ত্রের আচারে 'প্রস্টিটিউশন' বা 'বেশ্যাবৃত্তি'র ধারণা ছিল না। উর্বরতার আচার-অনুষ্ঠান পালন করার সময় সংশ্লিষ্ট দেবীর ঐশী বিধান মান্য করার উদ্দেশ্যে যৌনতার চর্চা বাধ্যতামূলক ছিল। সৃষ্টি অব্যাহত রাখার 'মহান' দায়িত্ববোধ থেকেই এ রীতির উদ্ভব। এটা 'পতিতাবৃত্তি' বা 'বেশ্যাবৃত্তি'র ধারণার মধ্যে পড়ে না, কারণ এতে পয়সা দিয়ে যৌনতা কেনার কিছু ছিল না; তবে যৌনতা অবশ্যই ছিল। ধর্মশালায় উর্বরতার দেবীর পূজায় শামিল হয়ে 'দাসত্ব' থেকে 'মুক্তি' লাভের একটা সুযোগও ছিল। এই দাস কারা? ধরে নেয়া যেতে পারে, তারা সমাজের বা রাষ্ট্রের 'যৌনদাস' বা 'যৌনদাসী'।

প্রজননশীলতা তথা উর্বরতার ধারণার সঙ্গে যৌনতার ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর প্রজনন যেহেতু প্রাকৃতিক বিষয়, অতএব যৌনতাও প্রাকৃতিক এবং তাতে পাপ নেই। কীভাবে যৌনতার সঙ্গে 'অপবিত্র' বিষয়াদি জড়িয়ে পড়ল তার অনুসন্ধান জরুরি। অপবিত্র না হলে কি কেউ 'পতিতা' হয়! অতএব অপবিত্রকরণ প্রক্রিয়াটি জেনে নেয়া দরকার। কখন, কোথায়, কেন যৌনতার 'বেশ্যাকরণ' শুরু হলো তার সন্ধান করার জন্যই এ নিবন্ধ।

পরিভাষার সন্ধান

বিষয়টাকে চালু কথায় প্রকাশ করতে গেলে কিছু চালু শব্দ লাগে। কিন্তু সেসব চালু শব্দ 'কলঙ্কমুক্ত' নয়। আভিধানিক জগতে অধিকাংশ শব্দ 'নিন্দিত' না হলেও এসব শব্দ যখন জিহ্বার ডগায় হাজির হয় তখন তাতে শ্লেষ, ঘৃণা, অবজ্ঞা জড়ানো থাকে; কখনো করুণা। আবার নতুন পরিভাষা বেছে নিলেও সেটা যে আমাদের ক্রমাগত উচ্চারণে 'নিন্দিত' হয়ে পড়বে না তার নিশ্চয়তা তো দেয়া যাচ্ছে না। ফলে গণিকা, বারাঙ্গনা, বারবনিতা, বেশ্যা, রূপাজীবী, দেহপসারিণী, যৌনকর্মী— যাই বলি না কেন, আমরা তাদের 'খানকি' বা 'পতিতা' শব্দের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করার পরিপ্রেক্ষিত এখনো রচনা করতে পারি নি। অতএব ভাষ্যের প্রয়োজনে কোনো একটি শব্দ বা পরিভাষা বেছে নিলেই চলে। এ নিবন্ধে এ বিবেচনা থেকে 'পতিতা' ও 'পতিতাবৃত্তি' পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্য শব্দগুলোও এসেছে। কিন্তু পরিভাষা দুটোর উচ্চারণে সাধারণের মাঝে যে শ্লেষ, নিন্দা, ঘৃণা থাকে, সেসবের অস্তিত্ব এ বিশ্লেষণে নেই। ওইসব শব্দের মোড়কে নিবন্ধের উদ্দীষ্ট নারীদের প্রকাশ করতে মন সায় দেয় না বলে নিবন্ধের শিরোনামে সেসব পরিহার করা হয়েছে। নারীর কোমলতা দলিত-মথিত করার প্রক্রিয়ার নিরিখে

'দলিতকুসুম' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে। নিবন্ধের কোথাও এটি 'শব্দ' বা 'পরিভাষা' হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। সাধারণ অভিধায় তাদের বলা হয়েছে— 'সুবিধাবঞ্চিত নারী'।

বিষয় নির্ধারণের তাড়না

সুবিধাবঞ্চিত নারীদের উন্নয়নবিষয়ক একটি সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার (অ্যালায়েন্স ফর কোঅপারেশন অ্যান্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ— একলাব) পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা বিভাগের সমন্বয়কারী হিসেবে অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে ওই প্রকল্পটির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয়টির দেখভালের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সংস্থাটির দায়িত্ব ছিল যশোরের 'মেরুমন্দির'-এ প্রকল্প কাজ সম্পাদন করা। মেরুমন্দিরের 'পতিতা'দের মধ্যে কাজ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রথম দফার বর্ধিত সময়ে যশোরে প্রকল্প বাস্তবায়ন দেখতে গিয়েছিলাম সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শনের অংশ হিসেবে। সফরের পুরোটাই কাটল 'সুবিধাবঞ্চিত নারী'দের সঙ্গে কথা বলে, মতবিনিময় করে, তাঁরা কী কী কাজের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাঁর খোজ করে এবং মেরুমন্দিরে সরাসরি গিয়ে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাতেই তাঁদের ব্যাপারে মনের সমস্ত ধোঁয়াশা দূর হয়েছিল। তাঁরা তো আর দশজনের মতোই কথা বলেন, ভাবেন, হাসেন এবং কাঁদেন। আর দিন শেষে এই ধারণা নিয়েই বের হতে হয়— বঞ্চনার, ঘৃণার, অবহেলার নিগড়ে বন্দি মানুষ তাঁরা।

আমার জন্য সেটা অভূতপূর্ব, অনন্য এক অভিজ্ঞতা। বারবার মনে পড়ে সেই মেয়েগুলোর কথা— মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে— কী অসম সাহসিকতায় তাঁরা 'মেরুমন্দির'-এ গিয়ে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের যতন করে ক্ষমতায়িত করার, অগ্রবর্তী করার কাজ নিবেদিত হয়ে করছে।

যশোরের মেরুমন্দিরের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সঙ্গে বাস্তব সাক্ষাতের পর 'পতিতা' ও পতিতাবৃত্তি' নিয়ে সমীক্ষণ-বাসনা মনে জেগেছিল। এ পর্যায়ে সেটি হবে তাত্ত্বিক ও গ্রন্থিক অনুসন্ধাননির্ভর গবেষণা। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার যথাযথ ফল পাওয়া সম্ভব হবে না, যদি এ সবের উৎসে পৌঁছানো না যায়, সে ক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিণাম হবে 'কনডম প্রমোশন'। যৌনতার বিকিকিনি ও 'পতিতাবৃত্তি'র উৎস সন্ধানের তাড়না হিসেবে গোটা লেখাজুড়েই থাকবে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার অভিঘাতপ্রসূত বিশ্লেষণ, বয়ান।

কেন আফ্রোদিতি

'পতিতাবৃত্তি'র সূত্র সন্ধান করতে গেলে যৌনতার ধারণা বিষয়ে অবহিত হওয়া জরুরি। হালের টেক্সটগুলো প্রস্টিটিউশন বা 'পতিতাবৃত্তি'র সংজ্ঞা নির্ধারণ বা আলোচনায় যৌনতাকে খুব গুরুত্ব দিয়েই বিশ্লেষণ করে। তার ভেতর দিয়ে পেছনে হেঁটে sacred prostitution বা sacred sex-এর বিষয়গুলোতে ঢুকে পড়া যায়। এর ধারক এক দেবী— দেশভেদে তার বিভিন্ন নাম। আফ্রোদিতি তাদেরই একজন। তাহলে অন্য কোনো দেবী নয় কেন? কেন নয় ইনান্না বা ইশতার বা আশতার্তি? আমাদের উপনিবেশায়িত মধ্যবিত্ত মননে নিজস্ব (সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উভয় অর্থে) পুরাণ-ইতিহাসের চেয়ে ইউরোপীয় পুরাণ ও ইতিহাস দ্রুত এবং সহজে প্রবেশ করে। সেই প্রক্রিয়ার সূত্রেই আফ্রোদিতি পাঠক মহলে অনেক বেশি পরিচিত। সে কারণেই তাঁর মিথের ব্যবহার। এ নিবন্ধের কিছু অংশজুড়ে তার প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গক্রমেই থাকবে। এখানে বলে রাখা ভালো, অন্য দেবীর উপাখ্যান ব্যবহৃত হলেও নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গের ইতর-বিশেষ ঘটত না।

'পতিতাবৃত্তি'র সজ্ঞায়ন

কাকে বলে 'পতিতাবৃত্তি', কাকে বলে 'যৌনকর্ম'? 'পতিতাবৃত্তি' কথাটাই নির্দেশ করে এটা 'ভালো' কাজ নয়। 'যৌনকর্ম' অন্যান্য কর্মের মতোই কর্ম। তাতে দোষের কী আছে? যদি 'দোষ' থেকেই থাকে তাহলে বলা যায়, যৌনকর্ম মানে 'অপকর্ম'। তাহলে অপকর্মের পেছনে রাষ্ট্রের এত খরচ কেন? আর সরকার যদি মনেই করে, তারা 'সুবিধাবঞ্চিত', তাহলে এ নারীদের আশ্রয়স্থল টানবাজারে উচ্ছেদ কেন? কার স্বার্থে? এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথাই বলা যায়— বোঝাপড়ার গোড়ায় গলদ; সারা দুনিয়াজুড়ে।

যৌনতার বিকিকিনিই 'পতিতাবৃত্তি' (prostitution)। বিনিময়টা সাধারণত টাকায় হয়; বস্তুসামগ্রীতেও হতে পারে। 'পতিতাবৃত্তি'কে বাণিজ্যিক যৌনতাও বলা হয়। পুঁজি-বাণিজ্যের বিস্তারে এটা রীতিমতো শিল্প (industry) হয়ে উঠেছে। যিনি এই 'পেশা'য় নিয়োজিত থাকেন— তাঁকেই আমরা বলছি 'পতিতা' (prostitute); হালের উন্নয়ন পরিভাষায় 'যৌনকর্মী'। এ কর্মে বার্ষিক আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ১০ হাজার কোটি ডলার। বলা হয়ে থাকে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো পেশা (world's oldest profession)। তবে এ দাবি 'পতিতাবৃত্তি'র প্রাচীনত্ব নিশ্চিত করলেও 'আদিত্ব' নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করে না।

এ আলোচনায় 'পতিতা' (prostitute), 'পতিতাবৃত্তি' (prostitution), 'যৌনকর্ম' (sex-work) ও 'যৌনকর্মী' (sex-worker) শব্দ বা পরিভাষাগুলোই নিয়ামক। ফলে উভয় দিকের অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ভেতর থেকে এ সবের উৎপত্তিগত অর্থ ও প্রায়োগিক অর্থ বুঝে নেয়া দরকার। বাংলা থেকেই শুরু করা যাক।

'প্রান্তবাসী নারীর কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো তার আত্মপরিচয়। তাকে প্রান্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার নামের গায়ে একটি মার্কা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে— এবার তাকে বদল করতে হচ্ছে সেই অভিজ্ঞান, যা সে নিজে নির্বাচন করে নেয় নি। ওই নামচিহ্নটিই হয়ে উঠেছে তার যাবতীয় অসম্মান আর আত্ম-অবমানের স্মারক।' [সন্দীপ; ২২]।

প্রান্তবাসী বা সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত নারীদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, তারা 'বেশ্যা'। তারা সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে যেতেও পারেন না, জিজ্ঞেস করলে কী পরিচয় দেবেন? যে ভিক্ষুক সেও তার 'পরিচয়' জানাতে পারে, তারা পারেন না। কিন্তু বাঁচার জন্য, অস্তিত্বের জন্য নাম-পরিচয় লাগে। 'বেশ্যা', 'পতিতা' এ সব শব্দ অতি-ব্যবহারে, অতি-প্রয়োগে নোংরা হয়ে গেছে। 'বারবনিতা'ও এখন চলে না। এখন উন্নয়ন ডিসকোর্সের উপকরণ হিসেবে 'যৌনকর্মী' চালু হয়েছে— অন্তত দাপ্তরিক সাহিত্যে। কিন্তু যাদের নিয়ে এ কথা তারা যে এসব অভিধায়, পরিচয়ে খুব স্বস্তি বোধ করেন তা নয়। সোনাগাছির এক বারবনিতার মুখেই শোনা যাক, 'এখন নতুন নাম বেরিয়েছে যৌনকর্মী । এটা আমার খারাপ লাগে। একটু যেন বেশি খারাপ লাগে। যৌন ব্যাপারটা গোপন, কাপড়ে ঢাকা থাকে— লোককে দেখানো যায় না।' [সন্দীপ; ২৩]

এবার বরং এ বিষয়ক বাংলা শব্দ, প্রতিশব্দগুলোর খোঁজ নেয়া যাক। অর্থের অনুসন্ধানের প্রয়োজনে। 'পতিতা'র অন্যান্য প্রতিশব্দগুলো হলো বেশ্যা, গণিকা, রূপাজীবী, কুম্ভদাসী (তারা একত্রে বারাঙ্গনা নামে অভিহিত)। বারাঙ্গনার আরেক প্রতিশব্দ বারবনিতা। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বেশ্যা হলো সেই নারী যে

বেশবাস দিয়ে অপর পুরুষকে আকর্ষণ করে। এ অর্থ ধরে নিয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গীয় শব্দকোষ) বেশ্যা শব্দটি বেশ থেকে বুৎপন্ন বলে অনুমান করেছেন। ব্যুৎপত্তির আরেকটি ভাষ্য দিয়েছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ১৯১৩ সালে। তাঁর মতে প্রকৃত শব্দটি হলো বিশ্যা। এর মূলে রয়েছে বিশ। বিশ শব্দের অর্থ জনসাধারণ। বিজয়চন্দ্র বলেছেন— 'যে হতভাগিনী বৈদিক যুগে বিশ বা লোকসাধারণের ভোগ্যা হইত, সে-ই হইত বিশ্যা। সংস্কৃতে তাহাকেই বেশভূষার জাঁকে বেশ্যা করা হইয়াছে।' [সন্দীপ; ৬৩]

গণিকা, বারবনিতা, রূপাজীবী, বেশ্যা— প্রতিটি শব্দই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিবরণ। নামগুলোতে জীবিকার ধরন অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণির নারীকে বোঝানো হয়েছে বা হতো। তার বেশি কিছু নয়। সমাজ মনে মনে কী ভেবেছে সেটা পাশে সরিয়ে রেখে বলা যায়— উৎপত্তি ও প্রচলনের গোড়ায় নামগুলোতে ঘৃণা বা নিন্দার কিছু ছিল না। নিন্দা বা ঘৃণা যুক্ত হলো যখন বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিষয়ীর মূল্যজ্ঞান। বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হলো অনৈতিকতার অনুষঙ্গ; প্রচলিত হলো নতুন নাম— 'পতিতা'। গণিকা, বারবনিতা বা বেশ্যা শব্দে নারীর চরিত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই; নৈতিকতা বা অনৈতিকতার প্রশ্ন পরের কথা। কিন্তু 'পতিতা' দাঁড়িপাল্লায় মাপা শব্দ যেন। নামের মাধ্যমে বলে দেয়া হচ্ছে— ইনি ছিলেন তেমন নারী, যার (চরিত্রের) পতন ঘটেছে; তিনি নষ্টা, ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনা।

'পতিতা' শব্দের উৎপত্তির সময় নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মপরিচয়'-এ এর ব্যবহার দেখা যায়। তিনি লক্ষ্মীমণি ও থাকমণি নামের দুইজন দেহজীবী নারীর নামের আগে 'পতিতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাদের নিন্দিত করার জন্য এ শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন— সরাসরি এ কথা বলা যায় না। তবে ব্রাহ্মদের 'পথভ্রষ্টা নারী উদ্ধার ও পুনর্বাসন' ভাবনা ও তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। 'পতন'-এর দায়টা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের (পতিতাদের) ঘাড়ে চাপানো হয় নি। তবে যৌনতার 'বিবেচিত' 'নৈতিক উচ্চতা'র জায়গা থেকে কোনো না কোনো কারণে ওই নারীর পতন হয়েছে। বেশ্যা শব্দের সুভাষণ হিসেবে তারা এটি গ্রহণ বা চালু করেছিলেন। 'বিচারক' গল্পে রবীন্দ্রনাথও এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্ম-বিবেচনায় 'পতিতা' 'বেশ্যার' চেয়ে মর্যাদাবান। 'বেশ্যা'কে তারাও অচ্ছুৎ মনে করেছেন।

'গণিকা' হলো গণের (লোক সাধারণের বা অনেকের) ভোগ্যা। গণের ভোগ্যা বলেই সে গণিকা। তারপরও গণিকারা সম্মানিতা ও রাজনীতির সহায়ক-নিয়ন্ত্রক ব্যক্তি ছিলেন। আর বারাঙ্গনা বা বারবনিতার অর্থ যে নারী (সংসার বা সমাজ থেকে) বাইরে থাকে। সমাজদেহের বাইরে ক্রিয়াশীল থাকে সে। আর যৌনকর্মী শব্দটা এসেছে বছর তিরিশেক আগে চালু ইংরেজি sex worker-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে। যৌনতা বিক্রিকে একটি কর্ম বিবেচনা করে এ শব্দের প্রচলন। এর সঙ্গে সংগঠন সমিতির ধারণার সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে। রূপাজীবী, দেহপসারিণী এ সব শব্দেরও ব্যুৎপত্তিগত ও প্রায়োগিক অর্থ রয়েছে। যিনি 'রূপ' বিক্রি করেন তিনি রূপাজীবী বা রূপোপজীবী; যিনি দেহকে পসরা (পণ্য) হিসেবে উপস্থাপন করেন তিনি দেহপসারিণী। এ দুটো শব্দ 'গণিকা', 'বেশ্যা' বা 'বারবনিতা'র মতো উৎপত্তিমূলে নিন্দামুক্ত নয়।

এবার ইংরেজি প্রতিশব্দটির দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। উৎপত্তির দিক থেকে prostitute শব্দটির মধ্যে 'যৌনতা'র কোনো ইঙ্গিত নেই। প্রচল অর্থে বলা হয়েছে, অর্থকড়ির বিনিময়ে যৌনতা। শব্দটির এ অর্থ খুব বেশি পুরানো নয়। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে prostitute শব্দটির অর্থ : আগ বাড়িয়ে দাঁড়ানো, সামনে এসে দাঁড়ানো, উন্মোচিত করে দাঁড়ানো। শুধুই বিনিময়ের উদ্দেশ্যে (বা 'অহেতু') নিজেকে

উপস্থাপন করা। এ অর্থে কেবল নারী নয়, 'আধুনিক' পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ব্যক্তিমাত্রই 'prostitute'; কারণ তারা সবাই বিনিময়ের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে।

নারীবাদী আলোচনা : সংজ্ঞায়ন, পরিপ্রেক্ষিত ও তত্ত্বকথা

'পতিতা' বা 'বারবনিতা'দের যে নামই দেয়া হোক না কেন, তাঁদের পেশার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি যদি না পালটায় তাহলে নামের কলঙ্ক কিছুতেই মুছবে না। নবপ্রদত্ত নামটিও একটা লেবেল বা ছাপ বা জ্ঞাপক শব্দের অতিরিক্ত কিছু হবে না; যেমন, বেশ্যা, গণিকা, বারবনিতা বা prostitute শব্দগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট নারীর পরিচয়-সূত্র আছে, কিন্তু এটা ভালো বা মন্দ কি না তা শব্দের ভেতরে প্রোথিত নেই। সমাজ শব্দগুলোর ভেতরে নিন্দার্থ বা ঘৃণার্থ অনুপ্রবিষ্ট করেছে। 'পতিতা'র জন্য সমাজ কখনো করুণা বোধ করে; কিন্তু তার কাজকে অনৈতিকই মনে করে। যিনি 'পতিতা' তিনি সমাজে স্বীকৃতি পেতে চান, আবার তিনিই তাঁর পেশার জন্য গ্লানি বোধ করেন। এই দ্বৈততা আর কোনো পেশায় আছে কি না তা বলা কঠিন। সম্ভবত নেই।

'পতিতাবৃত্তি' জিনিসটা কী? শুধু শব্দের অর্থ তালাশের মধ্যে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংস্কৃতিতে কীভাবে এ শব্দের অভিঘাত তৈরি হয়, কেন তৈরি হয় সে সব ভালো করে নিরিখ না করলে এর মূলে পৌঁছানো যাবে না। আন্দ্রিয়া ডরকিনের ভাষায় বলা যায়— 'পতিতাবৃত্তি হচ্ছে যৌনসুখ পাওয়ার নিমিত্তে পুরুষ কর্তৃক নারীদেহের ব্যবহার। মেয়েলোকটিকে পুরুষলোকটি টাকা দেয় এবং পুরুষলোকটি যা চায় মেয়েলোকটিকে তাই করতে হয়। এটিকে বাদ দিয়ে আপনি যতই ভাবুন, আপনার ভাবনাটি 'পতিতাবৃত্তি' শীর্ষক ভাবনার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে; কখনই প্রকৃত বাস্তবতার মধ্যে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু 'পতিতাবৃত্তি' কোনো আদর্শ ধারণা নয়, এটি একটি বাস্তবতা— নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

> "Prostitution is not an idea. It is the mouth, the vagina, the rectum, penetrated usually by a penis, sometimes hands, sometimes objects, by one man and then another and then another and then another and then another.That is what it is." [Dworkin, Prostitution and Male Supremacy]

পতিতাবৃত্তি এখন ভিডিওতে এসে হাজির হয়েছে। এটাকে বলে পর্নোগ্রাফি। তো পর্নোগ্রাফিতে যা করা হয়, যা দেখানো হয়, বাস্তবে (ওই চরিত্রাবলির বাইরে) অন্য কারো পক্ষে এটা করে দেখানো কি সম্ভব! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দলাই-মলাই নিজের শরীরের ওপর প্রয়োগ করে দেখলেই বোঝা যাবে, পর্নোগ্রাফি বা পতিতাবৃত্তি বিষয়টা কী। পাঁচতারা হোটেল বা এঁদো বস্তি যেখানেই ঘটনাটি ঘটুক— দৃশ্যত কিছু পার্থক্য চোখে ধরা পড়লেও যিনি ব্যবহৃত হচ্ছেন বা হয়েছেন তিনি জানেন ঘটনাটি ঘটেছে বা ঘটছে তাঁর যোনিতে, মুখগহ্বরে বা পায়ুপথে; বিছানাটা মখমল বা খড় যারই হোক। পতিতাবৃত্তি এমনই। জোর-জবরদস্তি, অত্যাচার, নিগ্রহ, নিপীড়ন আরো কত কিছু!

> "...Prostitution is very simple. And if you are not simple minded, you will never understand it... In prostitution no woman stays whole." [Dworkin, পূর্বোক্ত]

সারাদিনের কাজের পর যা দাঁড়ায় তাতে বলা যায়— এটা আসলে গ্যাং রেপ। তফাৎটা হচ্ছে এই, গ্যাং রেপের জন্য মহিলাটি টাকা পায়। নারীবাদের 'আইকন' অভিহিত গ্লোরিয়া স্টাইনেম মনে করেন, 'পতিতাবৃত্তি' হলো 'বাণিজ্যিক ধর্ষণ'। তিনি 'পতিতা'দের 'যৌনকর্মী' বা sex-worker বলতে নারাজ। তাঁর মতে 'পতিতাবৃত্তি'তে কার্যত শরীরী আগ্রাসন (পুরুষ কর্তৃক) চালানো হয়। এটা আর দশটা কাজের মতো নয়। তাহলে কী করে একে sex-work বলা যেতে পারে। তিনি বিষয়টিকে prostitution বলার পক্ষপাতি (Prostitution is the only word you should use) [গ্লোরিয়া স্টাইনেম, ২০১৪]।

নারী-পুরুষভেদে 'যৌনতার অতিবাসনা' থাকতেই পারে; সেটা ব্যক্তিবিশেষের বিষয়। কিন্তু 'পতিতাবৃত্তি' নামক যে বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে সেটা সামগ্রিকভাবে 'যৌনতার অতি বাসনাজনিত' কোনো বিষয় নয়। 'পতিতাবৃত্তি' পরিস্থিতি এবং শোষণজনিত পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট এবং ক্রিয়াশীল একটি বিষয়।

আবার আন্দ্রিয়া ডরকিনের কাছে ফিরে আসি। তাঁর মতে, 'পতিতাবৃত্তি'তে নিয়োজিতদের কাছে আগামীকাল বলে কিছু নেই। আগামীকাল তাঁদের কাছে এক দূরবর্তী বিষয়। তাঁরা বেঁচে থাকে মিনিটে মিনিটে, ক্ষণের হিসেবে। আগামীকাল কোনোদিন আসবে— এ প্রতীতি তাদের মনে জন্মায় না। যদি কারো মনে এ প্রতীতি জন্মায় তাহলে সে বোকা। সে নিষ্পেষিত হবেই, সে মরবেই। 'পতিতা' শেষ বিচারে এক 'অনিকেত' সত্তা। তার কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই। পুরুষ তার পছন্দের হরেক নামে তাকে ডাকে। সে কেবলই নিষ্পেষিত হয়, হরেক প্রকারে সে রক্তাক্ত হয়। তাঁর কোনো গন্তব্য নেই, যাওয়ার জায়গা নেই, এমন কোনো আইন প্রয়োগকারী (cop, police) নেই, যার কাছে সে নালিশ জানাতে যেতে পারে। কারণ আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিটি নিজেই 'পতিতা'র অসহায়ত্বের সুযোগটি গ্রহণ করে। নালিশ করতে গিয়ে তার সঙ্গেও শুতে হয় কিনা! কোনো আইনজীবীর কাছেও সে যেতে পারে না সহজে, কারণ আইনি সহায়তার বিনিময়ে সেও তার কাছে তার শরীরটিই দাবি করে। পরিস্থিতি এমন যে, 'পতিতা' পরিচয়ের নারীটি আসলে কেউ নয়। এটাই একজন 'পতিতা'র প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। এক দঙ্গল পুরুষ তার শরীরটি দলিত-মথিত করে। নারীর শরীরটি তার 'পৌরুষ' প্রকাশের 'নির্বোধ' যন্ত্রমাত্র। এই যন্ত্রটিকে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যায়। ইচ্ছে করলে খুনও করা যায়। এ নিয়ে কেউ ভাবিত হয় না। বরং সমাজ ভাবে— তাকে খুন করা 'পবিত্র' একটি কাজ। তার পেছনে সমর্থন জোগানোর জন্য অপেক্ষায় থাকে সমাজ এবং ধর্ম। ভাবটা এই, খুন করে বা নিগৃহীত করে পুরুষ সঠিক কাজটিই করেছে। মহান এক দায়িত্ব পালন করেছে যেন।

পতিতাবৃত্তির সঙ্গে পুরুষাধিপত্যের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুরুষের 'পুরুষত্ব'বিষয়ক ধারণা তৈরিতে নারীশরীরের যৌন-ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যৌনতায় নারী-পুরুষের ভিন্নতার বিষয়টি প্রকাশ পায় শারীরিকভাবে। এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— 'ক্ষমতার ব্যবধান' (power difference) পুরুষাধিপত্যে যৌনতার বিষয়টি কেবল 'জৈবিক ব্যবধান' (biological difference) নয়, এটা আসলে ক্ষমতার ব্যবধান। আর সেটি প্রকাশ পায় রাজনৈতিকভাবে। It is women's subordination and men's domination that are eroticized as what is sex right now. 'পতিতাবৃত্তি'তে এটাই প্রণোদনা জোগায়। নারী ও শিশুকে ধর্ষণ করতে, নানাবিদ উপায়ে যৌন নিপীড়ন করতে প্রণোদনা জোগায়। নারীর এই অধস্তনতার ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমে 'যোনিশিল্প' ব্যাপকতা লাভ করেছে; এবং যৌনায়িত অসমতার বিষয়টি সারা দুনিয়ায় জেঁকে বসেছে। বিষয়টির প্রতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে।

> "Potentially sex could be a simple source of pleasure. It is not inevitably about violence and domination. But the sex of male supremacy is created out of women's subordination and male dominance. Sex is not just a simple pleasure but politically constructed to maintain male dominance. Through sexual pleasure men, and unfortunately women too can obtain excitement from women's subordination. The difference that is celebrated in the sex of male supremacy is the difference of power between men and women. It is power difference that is eroticized." [Jeffreys, The Eroticism of (In)Equality].

পতিতাবৃত্তিতে পুরুষ যে মজা লুটে তা নারীর অধিকারের অসমতার সুযোগে। এ বৃত্তিতে নারীর ক্ষমতা নিশ্চিত করা অসম্ভব এক ব্যাপার। 'পতিতাবৃত্তি' অব্যাহত রেখে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে একটি 'যৌন বিপ্লব' সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। শিলা জেফ্রিজ বলেন, এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুরুষ তার ইচ্ছামতো নারীকে ব্যবহারের সুযোগ ও স্বাধীনতা পেয়েছে। আর নারীর পরিণতি হয়েছে পুরুষের ইচ্ছাপূরণের জৈবিক যন্ত্রে। এ বিপ্লবে নারীর আত্মসমর্পণ ঘটেছে, আর পুরুষ নারীকে দলিত-মথিত করার সকল প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক সেজেছে। 'পতিতাবৃত্তি'তে নারী যা করে (কার্যত করতে বাধ্য হয়) তাকে বিবাহিত নারীদের সামনে 'মডেল' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বক্তব্যটা এই— 'পতিতা'রা যা করে 'স্বামী'কে খুশি করার জন্য তোমরাও তা করো। বিয়েটাকে ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার এটাই উত্তম উপায়। নারীবাদীরা পুরুষতান্ত্রিক আগ্রাসনের এই মডেলের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তখন থেকে তারা এই 'শিশ্নমুখী' মডেলের বিপরীতে, নারীর প্রতি অবমাননাকর, নারীবিদ্বেষী এবং নারীর প্রতি সহিংস এই মডেলের 'প্রতিমত' তৈরিতে নিয়োজিত হলেন।

'পতিতাবৃত্তি' ও 'যৌনতা' পারস্পরিক বিষয়। যৌনতা শুধুই শারীরিক বিষয় নয়; এটি জীবনযাপন এবং মতাদর্শের সঙ্গেও জড়িত। ব্যবহারিক জগতে, মতাদর্শের ক্ষেত্রে যৌনতা যেভাবে উপস্থাপিত হয়, সেটি নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। যৌনতাবিষয়ক চিন্তা-ভাবনা, মিথুনের নন্দনতত্ত্ব, শরীর ও মনস্তাত্ত্বিক যেসব চিকিৎসার তত্ত্ব বিশ শতকের মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, পশ্চিমা নারীবাদীরা সেসবের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন— কীভাবে নারীকে পুরুষের অধস্তন করে রাখা হয়।

নারীবাদীরা দেখেছেন, পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ ও প্রক্রিয়ায় লিঙ্গভেদের অংশ হিসেবে সামাজিক দুঃসহ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী সমাজ ও যৌনজীবনে— সিমোঁ দ্য বোভেয়ারের মতে— দ্বিতীয় লিঙ্গের মানুষ; পুরুষের অবস্থান তার ওপরে। নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষতন্ত্র তার সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখে। নারীর যৌনতার ওপর নারীর অধিকার স্বীকার করা হয় না। এই অধিকার হরণই পুরুষতন্ত্রের নিয়ামক বৈশিষ্ট্য। পুরুষতান্ত্রিক বিবেচনায়, নারীর রয়েছে এমন এক শরীর যার ভেতর দিয়ে পুরুষের যৌনবাসনার পরিতৃপ্তি ঘটে। নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে একইসঙ্গে যৌনবাসনার যেমন পরিতৃপ্তি ঘটবে, ঠিক তেমনি মানবজনম প্রবাহের ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। গত শতকের মধ্য ভাগ থেকে নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের এই প্রবণতাকে শনাক্ত করতে শুরু করে। তাদের লক্ষ্য : নারীমুক্তির মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে মানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠা করা।

নারীবাদীরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, নারী-পুরুষের যৌনাঙ্গের প্রভেদ প্রাকৃতিক। এটা অপরিবর্তনীয়। তবে যৌনতার যে রূপ প্রকাশিত সেটি লিঙ্গবিভাজনকেন্দ্রিক হলেও সামাজিক। পুরুষতন্ত্র এর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক। সামাজিকভাবে এটাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে পুরুষতন্ত্রই। নারীবাদীরা এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন— যৌনতা শুধু শারীরিক বিষয় নয়; এটা ব্যক্তির আত্মপরিচয়কেও নির্মাণ করে। এটা অস্তিত্বের নির্যাসও বটে। তাঁদের 'কাউন্টার ডিসকোর্স' যৌনতার প্রথাগত ধারণা এবং চর্চার বিষয়গুলোকে ধসিয়ে দিয়েছে।

পতিতাবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীদের নিয়ে পুরুষতন্ত্র কত কী করছে, তাদের কীভাবে চিত্রিত করছে, সে ব্যাপারে আরো দুয়েক ছত্র বলে নেয়া যেতে পারে। নারীবাদীরা দেখিয়েছেন, নারীর শরীরের উপস্থাপনা, যৌন চিত্রায়ণ, যৌনতাকে ভোগ্যপণ্য করে তোলা, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, মাতৃত্বের অধিকার খর্ব করা, যৌনপ্রভুত্ব প্রভৃতি অভিধা তৈরি করছে পুরুষতন্ত্র নারীকে ও তার যৌনতাকে অবমানিত করে, তাকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। নারীর যৌনতাকে আত্মসাৎ করে পুরুষতন্ত্র যৌন আধিপত্য কায়েম রেখেছে। পতিতাবৃত্তিতে, পর্নোগ্রাফিতে নারীকে (ভোগ্যবস্তুটিকে) যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, তা সামাজিক চিত্রণ নয়, এটা মতাদর্শিক। পর্নোগ্রাফির (পতিতাবৃত্তিরই বিচিত্রিত রূপ) মাধ্যমে নারীর যৌন অবমাননা যেমন ঘটানো হয়, তেমনি কামনা-বাসনাকেও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। যৌনকর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নারীর বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়া হয়। কার্যত পতিতালয়ে গিয়ে নারীকে ধর্ষণই করে পুরুষ— তাতে বিভৎসতা, অমানবিকতা পলে পলে অনুভূত হয়।

শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্রেও পুরুষের যৌনতার, যৌনবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটে। গল্প, গান, কবিতা, চিত্র, প্রবাদ-প্রবচন ও ছায়াছবিতে বহুমুখী, বিচিত্র পুরুষতান্ত্রিক যৌন দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নারীর যৌনতার ওপর নারীর কার্যকর কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। তাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেভাবেই বাকি সবাই তাকে দেখে, দেখতে বাধ্য হয়, দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়। পুরুষতন্ত্র নারীর যৌনতার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে, বলা ভালো আত্মসাৎ করেছে। আর নারীকে শিকার হতে হয়েছে অবমাননার। এটা মানবিক সম্পর্কেরই অবমাননা। এর ফলে নারী 'অধঃপতিত' হয়েছে দ্বিতীয় লিঙ্গে।

পুরুষের এই নারীবিষয়ক ধারণাতন্ত্রের প্রভাবে মানুষের বিশ্বাসের ভঙ্গিটাই পালটে যায়, দেখার চোখগুলো, শোনার কানগুলো অন্যকিছুতে পরিণত হয়। মানুষের মনে এই ধারণা তৈরি হয়— 'পতিতা' হচ্ছে 'আস্তাকুড়'। এইডস্ সংক্রমণের কারণ হিসেবে নারীকেই ভাবা হয়; পুরুষ যে লৈঙ্গিক আক্রমণে তাকে রক্তাক্ত করছে, ক্ষতবিক্ষত করছে এবং রোগটির বিস্তারের শর্ত তৈরি করছে, সে কথা মনেই রাখা হয় না। এখানে বলে নেয়া যেতে পারে যে, যৌনরোগের প্রকোপ ও বিস্তার (সিফিলিস, গনোরিয়া এবং হালের এইডস) রোধের উপায় সন্ধান করতে গিয়েই 'পতিতা' উদ্ধারের 'মহান' প্রকল্পগুলো হাতে নেয়া হয়েছিল।

নারীকে যৌনক্রিয়ার ডাস্টবিন ভাবারও একটা কারণ আছে— কারণটা হলো "She is seen as someone who is deserving of punishment, not just because of what she `does', but because of what she is."... "She is ofcourse the ultimate anonymous woman." আর পুরুষ সমস্ত অসুস্থতা, অশুচিতার পরও সকল শুদ্ধতার, শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। "Prostituted women are women who are there, available for the gynocidal kill. And prostituted women are

being killed every single day, and we don't think we're facing anything resulting an emergency. পতিতাকে খুন করলে লোকে চমকায় না, বরং ভাবে, পবিত্র কাজটিই করা হয়েছে।

'পতিতাবৃত্তি'তে পুরুষের 'সাহসিকতা'র বহিঃপ্রকাশও ঘটে। সমাজের সব ক্ষেত্রে নিগৃহীত পুরুষটিও দারুণ 'সাহসী' হয়ে ওঠে; 'পতিতা'র শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে সে তার 'বীরত্ব' প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে 'অস্ত্র' শুধু তার শিশ্নটা নয়, তার জিহ্বাটাও— এমন কোনো খিস্তি নেই, যা 'পতিতা' নারীর সঙ্গে যৌনাচারের সময় ব্যবহার করা হয় না।

> He meanwhile, the champion here, the hero, the man, he's busy (in) bonding with other men through the use of her body... Men use women's bodies in prostitution and in gang rape to communicate with each other to express what they have in common... what they have in common is that they are not her... she becomes the vehicle of his masculinity and his homoeroticism... All of those dirty words are just the words that he uses to tell her what she is and the words have the sting that they are supposed to have because in fact they are describing her... she is expendable. Funny, she has no name. She is a mouth, a vagina, and an anus, ... who needs her in particular when there is so many others? When she dies who misses her? Who mourns her? She is missing, does anybody look for her?— She is no one, literally no one. [Dworkin, Prostitution and Male Supremacy]

'পতিতাবৃত্তি' বা 'prostitution' বিষয়ক সাম্প্রতিক আলোচনা যৌনতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত করে করা হয়ে থাকে। যে অর্থে যৌনতা বা sexuality-র বিষয়টি আলোচিত হয়, সেটির সূচনা আঠারো শতকের মাঝামাঝি। এর সঙ্গে আধুনিকতা, শিল্পবিপ্লব, পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং সাম্যবাদী নিদানের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত। সাম্প্রতিক সময়ে এটি জ্ঞানচর্চার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। ফলে যৌনতাবিষয়ক ধারণারও প্রসার ঘটেছে। এখন যৌনতাবিষয়ক ধারণা নারীবাদী আলোচনার প্রায় সমার্থক। এটি রাজনৈতিক নারীবাদের আলোচনার মূল আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উনিশ শতকের পরে যৌনতার বিষয়টি বিতর্কের মূল অনুষঙ্গে পরিণত হয়। আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার শুরুতে বিষয়টিকে বলা হতো 'যৌনবাদ' (sexualism)। বিশ শতকের মাঝামাঝি নারীবাদী পর্যালোচনার সূত্রে এটি 'যৌনতা' (sexuality) অভিধা পেতে শুরু করে। এখন যৌনতার জীববৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করে দেখা হচ্ছে বা দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে বা হয়েছে বিপ্রকামিতা (hetero-sexuality)-র আলোকে। বিপ্রকাম বা বিষমযৌনতা হচ্ছে যোনি-লিঙ্গ সংযোজন বা নারী-পুরুষের স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক প্রজননমুখী সম্পর্ক বা যৌনসুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সম্পর্ক। এটা প্রাচীন কাল থেকে মানুষের স্বাভাবিক যৌন আচরণ বলে স্বীকৃত। এর ব্যতিক্রমকে বিকৃত যৌনাচার হিসেবেই দেখা হয়েছে। বিশ শতকে, ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে যৌনতার এ ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

যৌনতা বলতে শুধু যৌনক্রিয়াকে বোঝায় না, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তির অনুভূতি, ব্যক্তি-ব্যক্তি সম্পর্ক। যৌন সম্পর্ক কী তা নির্দিষ্ট করে দেয়, তার আকৃতি দেয় সমাজ ও সংস্কৃতি। দেশ-কালভেদে এর অর্থ বদলায়। তবে যৌনতার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে আলাদা করে ফেলা যায় না।

যদিও আধুনিক নারীবাদীরা শরীরের চেয়ে সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব দেন বেশি। তারা সামাজিক লৈঙ্গিক পার্থক্য তথা 'জেন্ডার' ধারণা সামনে এনেছেন। এই 'জেন্ডার' যত না শারীরিক, তার চেয়ে বেশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক; অতঃপর সেই সূত্রে রাজনৈতিক। তারা দুটো পরিভাষা ব্যবহার করেন— নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্য বোঝাতে লিঙ্গ (sex) এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভাজন বোঝাতে জেন্ডার (gender)। তবে Sex ও gender-কে আলাদা করে দেখা নিয়ে বিতর্ক আছে।

পতিতাবৃত্তি : পটভূমির সন্ধান

শুরুটা হয়েছিল আফ্রোদিতির প্রসঙ্গ টেনে। তিনি যৌনতা, সৌন্দর্য ও ভালোবাসার দেবী। পুরাকালে মানুষের 'ধর্মকল্পনা'য় বা বিশ্ববীক্ষা'য় এরকম একজন দেবীর উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক এবং সাধারণ। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের আর সব বিষয়ের মতো যৌনতাও অপরিহার্য একটি বিষয়। এই অপরিহার্যতা বা প্রয়োজনের অংশ হিসেবে অনিবার্যভাবেই একজন দেবতা বা দেবীর উপস্থিতি ছিল। আসলে এই দেব-দেবী বিষয়ক কল্পনা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ব্যক্তিকরণ (পারসনিফিকেশন; প্রক্রিয়াটিকে ডেইফিকেশন অব নেচার বা ন্যাচারাল অবজেক্টসও বলা যেতে পারে)।

আফ্রোদিতির কথা না তুলে ইনান্না বা ইশতার বা আশতার্তির কথাও বলা যেত। স্বভাবে-বৈশিষ্ট্যে-প্রকরণে তারা সবাই এক রকমেরই। বরং উৎপত্তি-বিকাশের ইতিবৃত্ত তালাশ করলে দেখা যাবে কার্যত পশ্চিম এশিয়ার (সুমেরীয়, আক্কাদীয় বা আসিরীয় বা ফিনিশীয়) ওই দেবীরাই ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ওপাড়ে গিয়ে আফ্রোদিতির রূপ ধারণ করেছেন। তারা সকলেই প্রেম-কাম-উর্বরতার তথা উৎপাদনশীলতার দেবী। মানব-বংশ বিস্তারের অনগ্রাহ্য কারণেই প্রজননশীলতার দেবীকে কল্পনা করা হয়েছে, এবং তার নামে যত আচার-অনুষ্ঠান (অবশ্যই যৌনতাবিষয়ক), সবই 'সৃষ্টির পবিত্র উদ্দেশ্য' হাসিলের জন্য করা হয়েছে।

> "A very distinct parallelism is seen between the nature worship rites and phallic rites. We feel that it is not difficult to show that while the earlier rites were in accord with nutritive demands, phallic ceremonies were an expression of the desire for human reproduction. We shall now digress somewhat in order to discuss nature rites in detail, as thereby the phallic rites are very readily explained." (Brown, 1996)

পুরাকালের গোত্রবদ্ধ মানুষের মধ্যে যৌনতা, যৌনমিলন অবশ্যই অবাধ ছিল; এতে কোনো 'পাপ' ছিল না। তবে 'অবাধ' হলেও 'লাগামহীন' ছিল একথা জোর দিয়ে বলার উপায়ও নেই। যৌনতায় পাপের ধারণাটাই দেবীকল্পযুগের মানুষের মধ্যে ছিল না। যৌনতায় পাপের অনুপ্রবেশ পুরুষতন্ত্র যথেষ্ট পোক্ত হওয়ার পর ঘটেছে। অবশ্য অবাধ যৌনতার নামে 'অত্যাচার', 'নিগ্রহ' শুরু মাতৃতন্ত্রের মধ্যেই। পরে পুরুষতন্ত্র সেটার 'সদ্ব্যবহার' করেছে দক্ষতার সঙ্গে।

আফ্রোদিতি, ইনান্না, ইশতার বা আশতার্তি— সবার নামেই মন্দির ছিল। আফ্রোদিতির নামে একটা উৎসব চালু ছিল সেটার নাম আফ্রোদিজিয়া। সারা গ্রীসেই (মূলত সাইপ্রাস এবং করিন্থ) তা প্রচলিত ছিল পুরাকালে। বিশেষভাবে ছিল এথেন্স ও করিন্থে। অ্যাক্রোকরিন্থে (করিন্থের একটি শিলাময় পাহাড়-চূড়া) তার মন্দিরের 'যাজিকা'দের সঙ্গে 'সঙ্গম তথা যৌনসংসর্গ' তার পূজা বলে গণ্য হতো (১৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমানদের হাতে ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত)। ৪৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমান শাসনাধীনে শহরটি পুনর্গঠিত

হয়েছিল, তবে মন্দিরটি নয়। শহরের মূলকেন্দ্রে তখনো উর্বরতার আচার-অনুষ্ঠান (ফার্টিলিটি কাল্ট) চালু ছিল জোরেসোরেই। সম্রাটের ফরমানেও ওই সাধনায় খুব একটা ছেদ ঘটে নি তখনো।

'আফ্রোদিতি কাল্ট' বলতে 'যৌনতার আরাধনা' বা 'যৌনতার উপাসনা' বোঝায়। পুরাকালে যৌনতা, প্রজনন এসব বিষয়ের আনুষ্ঠানিক সাধনা অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়টি মন্দিরেই হতো। এর সঙ্গে 'যৌনবিজ্ঞান' শিক্ষা, নারী-পুরুষ সম্পর্কের গূঢ় বিষয়াদির শিক্ষা, বিনিময় সম্পর্কের (বাণিজ্য) সচলতা ধরে রাখার নিমিত্তে অতিথি-আপ্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ের গূঢ় সম্পর্ক ছিল। এসবের চর্চার কেন্দ্র ছিল দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং চর্চার ক্ষেত্র ছিল দেবীর নামে চালু উৎসব।

এসব চর্চার বিষয়গুলোকে বোঝানোর জন্য হালের পর্যালোচনায় 'স্যাক্রেড প্রস্টিটিউশন' বা 'টেম্পল প্রস্টিটিউশন' নামের পরিভাষা ব্যবহার করা হলেও তখন পর্যন্ত অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম চালু হওয়ার পরও মানুষের মধ্যে 'পতিতাবৃত্তি'র প্রথা চালু হয় নি। তাই বলে 'যথেচ্ছ বা অবাধ যৌনাচার' বা প্রমিস্কিটি যে ছিল না সে কথা বলা যায় না।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক শুদ্ধতার রীতি অনুসরণ করে প্রজনন-প্রয়োজনসম্ভূত এই আচার-অনুষ্ঠান তৈরি হলেও মানুষের তৈরি ব্যবস্থার স্বাভাবিক অবক্ষয়ের ধারা তাতেও ছিল এবং কোনো এক সময়ে ('পতিতাবৃত্তি' না বললেও) ধর্মের নামে নারীর অবনমন, নারী-সম্ভোগ মন্দিরের চার দেয়ালের ভেতর, অথবা দেয়াল ঘেঁষে নির্মিত ঘরে, ছাউনিতে শুরু হয়েছিল— যাজিকা বা যাজকের আশকারায়, পৌরহিত্যে। আফ্রোদিজিয়া নামের উৎসবের আবরণেই হোক, সামন্তের ইচ্ছার প্রতিফলনেই হোক, শুরু হয়েছিল।

ধর্মাচরণের অংশ হিসেবেই মন্দিরে যৌনতার আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে বিষয়টাকে যৌনাচার (পবিত্র যৌনাচার) অবশ্যই ভাবা হতো; তবে একে 'পতিতাবৃত্তি' বা প্রস্টিটিউশন বলা যায় না। কারণ তাতে ধর্মের বা দেবীর 'সেবা'র বিষয়টি থাকলেও 'পয়সার বিনিময়ে যৌনতা'র বিষয়টি ছিল না। অন্তত শুরুর দিকে। বরং মন্দিরে আগন্তুককে 'যৌনসুধা' পান করানো পবিত্র কর্তব্য ছিল। দজলা-ফোরাতের দুই তীরে এমন মন্দিরের কমতি ছিল না। নানা দেবীর নানা মন্দির। এসব মন্দিরে যেসব আচার পালিত হতো তার মধ্যে 'যৌন-সংসর্গ'ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যাবিলনে (আফ্রোদিতির) মন্দিরে গিয়ে প্রত্যেক মহিলাকে জীবনে অন্তত একবার কোনো আগন্তুকের সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করতে হতো। এটা বাধ্যতামূলক ছিল।

জেমস ফ্রেজার (দ্য গোল্ডেন বো) পবিত্র যৌনতার বিষয়টিকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপন করেন। তাঁর আলোচনা অনুযায়ী পবিত্র যৌনতাকে দুই রূপে প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। এক. সাময়িক বা ক্ষণিক যৌনতা (temporary prostitution)— অনূঢ়া বালিকার সঙ্গে কৌতুকজনিত বা কৌতুহলজনিত যৌন-সংসর্গ এবং কনের বা নবোঢ়ার সঙ্গে 'গণমিলন' (গোত্রীয় বা গোষ্ঠীরীতি অনুযায়ী)— এ দুটোই ক্ষণিক যৌনতার অংশ। দুই. জীবনব্যাপী যৌনতা (বিয়ে বা জুটি বেঁধে থাকা; বংশবিস্তার এবং সম্পত্তিতে 'নিষ্কণ্টক' অধিকার প্রতিষ্ঠার সামাজিক বা গোত্রীয় প্রয়োজনে)।

পবিত্র যৌনতায় রাজাদের 'পবিত্র' ভূমিকা ছিল। তার ওপর ধর্মের বাধ্যবাধকতা ছিল। সুমেরীয় রাজারা 'রাজবিধি'র অংশ হিসেবে ইনান্নার মন্দিরে গিয়ে যৌন-সংসর্গ করত। এটা তাদের রাজা হিসেবে 'অধিকার' ও 'সামর্থ্য' প্রকাশের অলঙ্ঘনীয় বিষয় ছিল। যৌনতার মন্দির-মার্গে 'ঐশী বিয়ে'র ধারণাও প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেবিকাদের কেউ কেউ 'দেবপত্নী' গণ্য হতো। সে হিসেবে ওই মন্দিরে আগতদের সঙ্গে

যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁর ঐশী বা পবিত্র দায়িত্বের মধ্যে পড়ত। আসলে গোত্র-প্রধানের ধর্মাচরণের অগ্রাধিকারই পরে রাজার অগ্রাধিকারে পরিণত হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে টোটেমিক ধর্মের যুগ থেকেই গোত্রপতির একান্ত পবিত্র অগ্রাধিকার ছিল। সেসব ধর্মাচরণে (হোক তা বৃষ্টির জন্য বন্দনা, বজ্রদেবের উপাসনাজনিত আচার বা শস্যের দেবীর পূজা) জাদুটোনার ব্যবহার ছিল। জাদুমন্ত্রে গোত্রপতির অধিকার একান্তভাবে সংরক্ষিত ছিল। সেসব আচার ছিল বিশদ এবং বর্ণাঢ্য আয়োজনে সেসব হতো।

> This is a religious procedure in which various processes of magic are utilized. This explains the importance of the... god as a deity. The... rites are to increase the rainfall. ...It is held very sacred, being carefully guarded from view and kept under custody by the headmen of the tribe. (Brown, 1996)

খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে পঞ্চাশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেবালয়ে যৌন সংসর্গের বিষয়ে দলিল-দস্তাবেজের অভাব নেই। পরে পুরুষতন্ত্র জেঁকে বসার এবং একেশ্বরবাদী ধর্মের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে দেবালয়ে যৌনতার বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপিত হতে থাকে। রোমে সেটা বন্ধ করেছিলেন সম্রাট কনস্তান্‌তিন। তবে সত্যি বন্ধ করতে পেরেছিলেন কি না এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার পর্যাপ্ত এবং যথেষ্ট কারণ আছে। মন্দিরে নতুন প্যারাডাইমে পবিত্রতা আরোপ করা হলেও পুরোহিতের সম্ভোগ-বাসনা যে তিরোহিত হয় নি তার প্রমাণ পরবর্তীকালের দলিল-দস্তাবেজে পাওয়া যায়।

দেবালয়ে যৌনতা তথা টেম্পল প্রস্টিটিউশন বা রিলিজিয়াস সেক্স বিষয়ে দূরবর্তী সংস্কৃতির (যদিও সবই মানব-সংস্কৃতিরই অংশ) নমুনা নিয়ে আলাপ হলো মোটামুটি খোলাসা করেই। তবে এই উপমহাদেশেও এর নমুনা-নজিরের অভাব নেই। 'দেবদাসী' প্রথার সূত্রপাতও মন্দিরে যৌন সম্পর্কের পবিত্রতার ধারণার পরিপেক্ষিতেই। এর প্রাচীনত্ব আফ্রোদিতি বা আশতার্তির মন্দিরে যৌনতার আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে কম নয়। বরং উৎপাদন, সভ্যতা, বাণিজ্য এসবের নিরিখে বেশি হওয়াই সংগত। এতেও অর্থাৎ দেবদাসী সংস্কৃতিতে নিন্দনীয় কিছু শুরুতে ছিল না; ছিল না বহুকাল পরেও।

পরবর্তী সময়ে, অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিণতির মতোই, দেবদাসী প্রথার পবিত্রতার ধারণা 'বলাৎকার'-এ পর্যবসিত হয়। দারিদ্র্য, লগ্নভ্রষ্ট হওয়া, বর্ণপ্রথা এসবের সামগ্রিক প্রভাবে 'পবিত্রতা'র বিষয়টির 'অপমৃত্যু' ঘটে। ভারতে দেবদাসী প্রথা এই সেদিনও চালু ছিল। কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এখনো তা চালু আছে, সকল আপত্তি উপেক্ষা করে। দেবদাসীদের কেতাবি একটা নামও রয়েছে— বাসবদত্তা। যদিও এখন তারা পুরুতের শিশ্ন-সন্তাড়িত সত্তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

টেম্পল প্রস্টিটিউশন বা মন্দিরে যৌনতা মানুষের যৌনতার ধারণার রূপায়ণের সাধারণ একটা রূপ। উৎপত্তির শুরু থেকেই এতে 'পাপ' ছিল— একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর গড়পড়তা ধারণার অনুগামী হয়ে এ মন্তব্য করা যথার্থ হবে না। বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মেও কামমুদ্রার চর্চা আছে। এতে নাবালিকাদের ব্যবহার করা হয়। অবশ্য তাতে শুধু গুরুমশাইদেরই লাভ হয়। নেপালে 'দেওকী'রা এখনো রয়েছে; তবে চর্চাটা ক্ষয়িষ্ণু।

পুরাকালে মন্দির যৌনতা, যৌনশিক্ষা, প্রজনন সক্ষমতা ও সামাজিক প্রজননশীলতার পবিত্র কেন্দ্র ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কালে কালে মন্দির বা দেবালয় 'যাজিকা' এবং 'যাজক'দের ক্ষমতা সংহত করা, সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে 'নারী সরবরাহ' এবং

যৌনতার ওপর একাধিপত্য বিস্তারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ধর্মচিন্তার বিকারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ধারণা করা যায়, আরো বেশ কিছু কারণের সঙ্গে নিয়ামক কারণ হিসেবে 'বেশ্যাবৃত্তি'র সূচনাকারী এবং বিস্তারকারী হিসেবে দেখা দেয় এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। উদ্ভবকালে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো এই সূত্রেই পুরনো ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে যথেচ্ছ যৌনাচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছিল এবং পাপের আখড়া আখ্যা দিয়ে এসব ধর্মালয় ধ্বংস করেছিল অথবা দখল করে নিয়ে নিজেদের বিশ্বাসের অনুরূপে পুনর্বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছিল। যাই হোক, পুরাকালেই ধর্মাচারে 'রাজা-পুরুত' দ্বৈরথ ধীরে ধীরে পোক্ত হয়ে ওঠে।

হিরোডোটাস, থুসিডাইডিস প্রমুখের বিবরণ মতে, 'পতিতাবৃত্তি'র একটি রূপ হলো পবিত্র বেশ্যাবৃত্তি বা স্যাক্রেড প্রস্টিটিউশন। সুমেরীয়দের মতে এর চর্চা ছিল, একথা ধরে নেয়া যায়। ব্যাবিলনেও যে এর সূত্রপাত ঘটেছিল তার অনেক করণ-সূত্র রয়ে গেছে। প্রাচীন ইসরায়েলেও 'পতিতাবৃত্তি' ছিল। ইহুদীধর্মে এটা নিষিদ্ধ বলার পরও নগরে বন্দরে, বাণিজ্যকেন্দ্রে 'পতিতাবৃত্তি' ছিল। যুদাহ (এহুদা) ও তামারের কাহিনিতে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আজটেকদের মধ্যেও ছিল। তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কিছু ভবন ছিল, নাম চিহুয়াকাল্লি। যার অর্থ পতিতালয়। ওইসব ভবনের বাইরেও পুরুষ-সমক্ষে নারীর নৃত্য পরিবেশিত হতো— কামোদ্দীপক নৃত্য।

পতিতাবৃত্তির বিষয়টা কেবলই নারীকেন্দ্রিক নয়; এতে শুধু 'পতিতা' নয়, 'পতিত'ও ছিল। প্রাচীন গ্রীসে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য এলাকাতেও পতিতাবৃত্তির সঙ্গে নারী তো ছিলই, পুরুষও ছিল; বিশেষ করে বালকেরা। গ্রীক ভাষায় 'পতিতা'কে বলা হয় পর্ন, ইংরেজি পর্নোগ্রাফি শব্দের উৎপত্তির মূলেও রয়েছে এই শব্দ। ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিতে 'পতিতাবৃত্তি'কে আমলে নিয়ে প্রথম আইন প্রণয়ন করেছিলেন 'সোলন'। প্রাচীন রোমেও একে বৈধতা দেয়া হয়েছিল। সমাজের উঁচুস্তরের লোকজন ছেলে বা মেয়ে পতিত/পতিতা রাখতে পারত। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতো না। পম্পেইয়ে (৪র্থ শতকে) বড়ো বড়ো 'পতিতালয়' ছিল। খ্রিষ্টধর্ম প্রচলের পরও ছিল পর্যটক আকর্ষণের জন্য (একে sex tourism-এর পূর্বরূপ বা আদিরূপ বলা যেতে পারে)। ওইসব 'পতিতালয়' রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল।

'পতিতাবৃত্তি'র সঙ্গে ধর্মের সংযোগটি পরিষ্কার। টেম্পল প্রস্টিটিউশন বলতে যা বোঝায় তা প্রকৃতপক্ষে 'পতিতাবৃত্তি' না হলেও, এর সূত্রেই নারীর ওপর (পুরুষ ও বালকদের কথাও স্মরণে রাখতে হবে) যাজক বা যাজিকা'র আধিপত্যের ভিত্তি রচিত হয় এবং তার কালপরিক্রমায় বিষয়টি 'পতিতাবৃত্তি'র দিকে গড়ায়। নারীকে ক্ষমতার প্রয়োজনে, রাজা-রাজন্যের নেকদৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনে, ঈশ্বরের রোষ প্রশমনের প্রয়োজনে, বেনিয়ার থান গড়ার প্রয়োজনে মন্দিরের পবিত্র নারীদের পবিত্রতা হরণের কাজ শুরু হয়েছিল। পরে রাজ্যবিস্তার ও বাণিজ্যবিস্তারের প্রয়োজনে এর বিস্তৃতি ঘটল।

ধর্মালয় (যাজক/পুরুত) ও রাজার অতিথিশালার (রাজা ও যোদ্ধা) সঙ্গে 'পতিতা' ও 'পতিতাবৃত্তি'র যে গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তার আরও কিছু বাস্তব তথ্য-প্রমাণ দরকার। বিষয়টা 'বৈধ' কি 'অবৈধ'— এই দোলাচল কবে থেকে চলছে, তা বলা খুব কঠিন। সোলনেরও আগে 'পতিতাবৃত্তি'র বৈধতা দেয়া হয়েছে হামুরাবির আইনে, ১৭৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। কিন্তু স্থায়ী বৈধতা বা অবৈধতা এর কোনোকালেই ছিল না। এখনো এ সংকট কাটে নি। যাই হোক, প্রাচীনকাল পেরিয়ে জ্ঞাত কালের পটভূমিতে রাজা-পুরুত-বেনের সংশ্লিষ্টতার দিকে নজর ফেরানো যেতে পারে।

১৩২৪ সালে রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ড টেমস নদীর দক্ষিণপাড়ে একটা হাভেলি বানিয়েছিলেন। সেখানে রাজসভার শোভাবর্ধিনীদের (courtsan) রাখা হয়েছিল; কেবলই ঐকান্তিকভাবে তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য।

গণিকায় আগ্রহী রাজা তিনি একাই ছিলেন না; রৌয়েনে রাজা উইলিয়ামের (দ্য কঙ্কারার) একটি পতিতালয় ছিল। আর সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ডের একটা গণিকালয় ছিল প্যারিসে। রাজা হেনরীরও বেশ্যালয় ছিল। অতি বেশি নারীগমনের কারণে তিনি সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

পুরাকালের টেম্পল প্রস্টিটিউশনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। সেসব কথাকে অহেতুক লোকরঞ্জক কথা বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা কেউ করতেই পারেন। কিন্তু পবিত্র ধর্মীয় আচারের অধঃপতন ধর্মাচারের সূত্রেই, পুরোহিতদের কারণে যে তার সূচনা হয়েছিল তার প্রমাণ : মধ্যযুগেও ধর্মগুরুরা সেই খাসলত ছাড়তে পারেন নি। কার্ডিনাল উলসের অধিকারে গণিকালয় ছিল, জানা ইতিহাস তার সাক্ষী। গণিকালয়ের সঙ্গে চার্চের সংশ্লিষ্টতার বিষয় ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সযতনে লেখা আছে। মধ্যযুগে লন্ডনের সাউথওয়ার্কের 'রেড-লাইট এরিয়া'র মালিকানা ছিল চার্চের হাতে। সেখানকার গণিকাদের বলা হতো 'উইনচেস্টার্স গিজ'; কারণ তারা যে বাড়িটিতে থাকত সে বাড়িটির মালিক ছিলেন দ্য বিশপ অব উইনচেস্টার। ১১৬২ সালে রাজা দ্বিতীয় হেনরী ওই গণিকালয়ের আয় বিশপের 'খাই-খরচ' এবং চার্চের খরচের জন্য ব্যয় করার গ্যারান্টি দেন। পুরো মধ্যযুগজুড়েই রাজা ও চার্চের 'পতিতা-দোহন' চলেছে।

একটা উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, ওই সময়ে (মধ্যযুগে) আইনজ্ঞরা গণিকাদের আইনি ব্যবস্থায় দাখিল (গ্রেপ্তার) করার বিষয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। অর্থাৎ তারা এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত ছিলেন না। তাদের যুক্তি ছিল— women were only acting in accordance with their sexual character। তাদের ধারণাটা এই ছিল যে, নারীরা ঈশ্বরের প্রতিরূপে তৈরি হয় নি, বরং তারা পুরুষের পাঁজর থেকে তৈরি হয়েছিল। এ কারণে তারা পুরুষকে গোল্লায় যেতে দিলো, এখনো দিচ্ছে। গণিকাবৃত্তি নিন্দিত হলেও চলতে দেয়া হয়েছিল। ক্রুসেডের ময়দানেও তারা হাজির ছিল। সৈনিকদের তাঁবুর পাশেই তারা তাঁবু খাটাত। এমনকি ফ্রান্সের রাজা নবম লুইয়ের তাঁবুর পাশেও তারা ভিড় করেছিল। রাজা তাদের ঠেকাতে পারেন নি।

যুদ্ধক্ষেত্র যে যৌনতা বিকিকিনির উত্তম এবং রমরমা এক জায়গা তা বোঝার জন্য আদ্যিকাল পর্যন্ত না দৌড়ালেও চলে। আধুনিক সময়েও এমনকি হালের এই সময়েও তার জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে। যেখানেই সেনাক্যাম্প পড়েছে, সেখানেই পতিতাবৃত্তি জায়গা করে নিয়েছে অবলীয়লায়। কখনো-বা জোর খাটিয়ে নারীদের এ কাজে বাধ্য করা হয়েছে। যুদ্ধবন্দি নারীদের যৌনতায় নিয়োজিত করার কাহিনি জাপানের গেইসাদের ব্যবহারের কাহিনিগুলোতে এখনো সজীব। সারা দুনিয়ায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নারীদের পতিতাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য করার অভিযোগের অভাব নেই। প্রায়ই সেসব বিষয় পত্রিকার শিরোনাম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও ফরাসি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নারীদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার অভিযোগ ভূরি ভূরি। ওই সময়ে রুশ সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও পতিতাবৃত্তি চলতে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। সেনাছাউনি এবং পতিতাছাউনি অনেক ক্ষেত্রেই পরিপূরকতার সম্পর্কে আবদ্ধ।

উপসংহার : সূত্রটা তাহলে কোথায়?

নারীবাদী এই তত্ত্বালোচনার মূল উদ্দেশ্য 'পতিতাবৃত্তি'র উৎস ও কারণ সম্পর্কে কোনো 'ক্লু'র সন্ধান করা। যেসব টেক্সট পাওয়া যায় সেগুলোতে কারণস্বরূপ বলা হচ্ছে পুরুষাধিপত্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতির কথা। উৎসের নির্দেশ এসব আলোচনায় নেই। হয়ত এসব লেখার উদ্দেশ্য উৎসের সন্ধান করা নয়। পুরুষাধিপত্যের উৎস শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আবার সেই মার্ক্সবাদী ধারণার শরণাপন্ন হতে

হয়— marriage is an exclusive form of private property (বিবাহ ব্যক্তিগত সম্পত্তির একান্ত একটি রূপ)। সম্পত্তির ধারণা স্পষ্ট না হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ের ধারণাও দানা বাঁধে নি।...

বিয়েটা যদি হয় 'আইনসিদ্ধ তথা প্রথাসিদ্ধ 'যৌনতার কারবার', তাহলে 'প্রথাবিরুদ্ধ' বা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতাকে অবশ্যই 'যৌনতার চোরাকারবার' বলা যায়। হরেক পদার্থের চোরাচালান আছে, তাহলে যৌনতার নয় কেন? 'বিবাহ'র দিন থেকেই 'পতিতাবৃত্তি'র সূচনা কি না একথা ভাবতে ইচ্ছে করে। তবে বাস্তবে এর প্রমাণের উপায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যুক্তি-শৃঙ্খলা (অ্যানালজি) অবশ্যই তৈরি করা যায়, যা থেকে এই 'বৃত্তি'র উৎস সম্পর্কে আঁচ করা যেতে পারে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের 'অবনমন' ঘটছিল— এটা ছিল স্বাভাবিক 'অবনমন'। 'নির্বোধ সাম্যবাদী' বা 'অচেতন সাম্যবাদী' সমাজের ক্ষয় ঘটছিল প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই; তাতে মানুষের সচেতন ভূমিকা ছিল না।

গোত্রীয় সমাজের পরিচালনার (উৎপাদন, নিরাপত্তা, প্রভৃতি) সুবাদে 'ব্যক্তি'র অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার শুরু আনুষ্ঠানিকভাবে। গোত্রপতির অধিকার সেগুলো। গোত্রপতি সমাজের শীর্ষ প্রতিনিধি। শিকারি সমাজে সে অগ্রাধিকার ছিল শিকারের পুরো ভাগ পাওয়ার এবং সর্বাগ্রে যৌনক্রিয়া সম্পাদনের। প্রথাগতভাবে 'কাজিয়া'য় নেতৃত্ব দেয়ার বা নেতা মনোনয়নের অধিকারও ছিল। তিনি 'পিতা'র আর্কিটাইপ— প্যাট্রিয়ার্ক। পরবর্তী পশুপালন সমাজে গিয়ে 'পিতা' পরিপূর্ণ হয়ে 'পিতামহ' হলেন। তিনি 'প্রজাপতি'ও বটেন। ততদিনে গোত্রীয় কাঠামোর মধ্যে 'পরিবার' সংজ্ঞায়িত হয়ে গেছে। কৃষিসমাজে 'গোত্রীয়' চেতনা কম কাজ করেছে; সে সমাজে 'পরিবার' প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। 'শিল্পনির্ভর' সমাজ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত 'গোত্রীয়' বা গ্রামীণ চেতনার রেশ থেকেই গিয়েছিল। 'বিশুদ্ধ' পরিবার (নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি) শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়। গোত্রীয় চেতনা আগেই গেছে, গোষ্ঠীচেতনাও বিলুপ্তপ্রায়, এবার পরিবারের ধারণাটাও যায় বুঝি!

সর্বাধুনিক পুঁজিতন্ত্রে পরিবার (স্বামী-স্ত্রী) আসলে একটি 'রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট' বা প্রজনন-যুগল। তত্ত্বগতভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তির একটি প্রজনন-সমবায়। এখানে মত প্রকাশ করে, ইচ্ছা প্রকাশ করে ব্যক্তি, সমষ্টি (গোষ্ঠী বা গোত্র) নয়। নির্বাচনে পরিবার নয় ব্যক্তি 'সম্মতি' প্রকাশ করে। একই 'পরিবার'-এর সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন দল-মতকে গ্রহণ-বর্জন করতে পারেন। মানবসমাজের বিকাশের এ পর্যায়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

যুক্তি-শৃঙ্খলের প্রয়োজনে একথা বলা যায় : একটা মজুত বা স্টক প্রয়োজন ছিল, যে প্রক্রিয়ায়ই সেটা হোক না কেন। বাণিজ্য বা বিনিময়ের সূচনার জন্য অতিরিক্ত কিছু লাগে। সেটাই মজুত বা স্টক। আদিকালে সেটা ছিল সামাজিক অবশিষ্ট। ধরা যাক আপাতত, পশুপালন বা ধান্য উৎপাদনের কথা। প্রয়োজনের অতিরিক্তটাই বিনিময় করা হয় অন্য একটি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের জন্য। যদি ধান্যের প্রয়োজন জরুরি হয়ে থাকে, তবে তা জোগাড়ের জন্য যার পশু আছে তার নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত পশু থাকতে হবে, যাতে সেটি দিয়ে প্রয়োজনের ধান্য জোগাড় করা যায়। একইভাবে ধান্য উৎপাদনকারীদের বাড়তি ধান্য উৎপাদন করতে হবে প্রয়োজনের পশুটিকে সংগ্রহ করার জন্য। পরস্পর অতিরিক্তটাই বিনিময় করে প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে, শখের বশে নয়।

কিন্তু এই প্রয়োজন নিরেট একমুখী নয়। অর্থাৎ শুধু উদরপূর্তির আয়োজন করার জন্যই প্রয়োজনটা দেখা দেয় না; শুরুতে ব্যাপারটা এমন থাকলেও। কিন্তু সমাজ ধীরে ধীরে 'জটিল' হতে থাকে। কর্মবিভাজন দেখা দেয়। কিছু শ্রেণি উৎপাদনের সর্বজনীন ও প্রাথমিক দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে অন্য কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু তাদের উদরপূর্তির প্রয়োজনটা তাই বলে উবে যায় না। যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত হলো তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজ নিল। এই রক্ষক শ্রেণি উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরল, কিন্তু তাদের জন্য ধান্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলো। সমাজের সদস্যদের জনপ্রতি উৎপাদনে তাই অতিরিক্ত উৎপাদন-ভার যুক্ত হলো, যা দিয়ে রক্ষক শ্রেণির ভরণপোষণ করা যায়। বিনিময়ে রক্ষক শ্রেণি সমাজকে সুরক্ষা দেবে। কার্যত 'বিনিময়' শুরুতে সমাজের অভ্যন্তরেই— ব্যবসা (বিনিময়জীবিতা), ধর্ম (পুরোহিতের কাজ) উৎপাদন-ব্যবস্থার (কর্মী বা শ্রমিক নিয়োজন) প্রয়োজনে। অতিরিক্ত উৎপাদন এবং তার বিনিময় অনিবার্য হয়ে উঠল।

নারী-পুরুষ উভয়েই এই বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ল। ধর্মাচারের জন্য কিছু লোক নির্দিষ্ট হলো। তাদের একাংশ যাজক বা যাজিকা (আদিতে যাজিকাই ছিল); আরেকাংশ ধর্মাচার পালনের কর্মী। শুরুর কর্মীরা নারী ছিল। কারণ ধর্মের আদি সংস্থাপক পুরুষ নয় নারী; এবং সেই ধর্ম খাদ্য-উৎপাদন এবং সন্তান-উৎপাদন কেন্দ্রিক ছিল। সে সবের নিয়ন্তা ছিল কোনো এক দেবী। হতে পারেন তিনি শস্যের দেবী বা বজ্রের দেবী বা লিঙ্গ-যোনির দেবী। আর এর নিয়ন্ত্রক ছিল যাজিকা ও গোত্রকর্ত্রী। ধর্মালয়ের সেবিকারা অবাধ যৌনাচারের (অবশ্যই তা পবিত্র ছিল) উপকরণ ছিল। প্রথমে হয়ত স্থায়ী সেবিকা ছিল না। গোত্রের সব নারীই ঘুরেফিরে দায়িত্বটা পালন করত। পরে শ্রম-বিভাজন বহুমুখী ও জটিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী সেবিকা (পরবর্তীকালের দেবদাসী) নিয়োজিত হলো। যৌনাচারের ক্ষেত্রে তারাই প্রথম স্থায়ী মজুত। যেকোনো পুরুষ তাদের কাছে যেতে পারে, গিয়ে যৌন সংসর্গ কামনা করতে পারে। তবে পুরুষের অভীষ্ট পূরণ হবে কি না, তা হয়ত সেবিকার রুচি-মর্জির ওপর নির্ভর করত অনেকাংশে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে এই নারী-স্টকের ভূমিকা ছিল পবিত্র। পুরুষতন্ত্র কায়েমের পরও এর পবিত্রতা রাতারাতি ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে নি। পুরুষতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের পর্বে তারা পুরোপুরিই পুরুষের অধিকৃত মজুতে পরিণত হলো। যুদ্ধ-বাণিজ্যে তারা বিনিময় বস্তুরূপে ব্যবহৃত হতে থাকল। ধর্মালয়ের গণ্ডি ছেড়ে তারা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো সেনাশিবিরের কাছে; বাণিজ্যকেন্দ্রে। নারীর 'অভিশপ্ত' জীবনের সূত্রপাত সম্ভবত এভাবেই। দারিদ্র্য, বৈবাহিক প্রতারণা, অকালে বিধবা হওয়া; যুদ্ধজনিত কারণে গণবৈধব্য বা অধিকৃত এলাকার নারীদের যৌনকর্মে বাধ্যকরণ, বাণিজ্যের প্রয়োজনে অপহরণ (পাচার)— এসব নারীর অভিশাপের মাত্রা, ব্যাপ্তি ও বলয়কে বাড়িয়েছে কেবল।

সাইফ তারিক সহকারী বার্তা সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ। tarik69@gmail.com

পাঠ-নিরীক্ষণের জন্য সূত্রনির্দেশ

- অক্ষরমালায় বারবনিতা, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; র‍্যাডিকেল, কলকাতা; জানুয়ারি ২০১২
- বিবাহের ইতিহাস, এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক; ভাষান্তর : কাজল রায় ত্রিবেদী; দীপায়ন, কলকাতা; জুন ২০১১
- নারী যৌনতা ও রাজনীতি, মাসুদুজ্জামান, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড; ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
- The Sex Worship and Symbolism of Primitive Races: An Interpretation, Sanger Brown II, M. D.; Introduction by James H. Leuba; Chapter IV: Interpretations, page 96-136 (pdf version); 1916; The Gorham Press, Boston, USA;
  Source: https://archive.org/stream/sexworshipsymbol00brow#page/100/mode/2up
- Sexuality in pre-class society: A response to Sheila McGregor; Colin Wilson, International Socialism Journal; Issue: 139; *Posted: 5 July 13*. Source: http://www.isj.org.uk/?id=907
- Sex and Labor in Primitive Society; Evelyn Reed 1954; *Fourth International*, Vol.15 No.3, Summer 1954, pp.84-90; Transcribed: by Daniel Gaido; Proofed: and corrected by Chris Clayton; Source: https://www.marxists.org/archive/reed-evelyn/1954/matriarchal-brotherhood.htm
- Prostitution and Male Supremacy, Andrea Dworkin; [Andrea Dworkin delivered this speech at a symposium entitled "Prostitution: From Academia to Activism," sponsored by the Michican Journal of Gender and Law at the University of Michigan Law School, October 31, 1992.] Source: http://www.prostitutionresearch.com/Dworkin%20-%20Prostitution%20and%20Male-%20Supremacy.pdf
- How did men come to dominate women?, John Wijngaards; Source: http://www.equalityforwomen.org/texts/male_dom.htm
- Private Property and Communism, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Karl Marx; Marx-Engels Archive**;**
  Source: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/comm.htm
- Gender and Sexuality in Early Marxist Thought, Soma Marik; Source: http://www.academia.edu/734955/Gender_and_Sexuality_in_Early_Marxist_Thought
- Ten key moments in the history of marriage, By Lauren Everitt, BBC News Magazine; 14 March 2012 Last updated at 02:14 GMT; Source: http://www.bbc.com/news/magazine-17351133
- Sex in the Service of Aphrodite: Did Prostitution Really Exist in the Temples of Antiquity? By Matthias Schulz;
  Source: http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/sex-in-the-service-of-aphrodite-did-prostitution-really-exist-in-the-temples-of-antiquity-a-685716.html
- The Eroticism of (In) Equality, Sheila Jeffreys; (Presented at 'One is not born a woman' conference, celebrating 50th anniversary of Simone de Beauvoir's Second Sex organised by Fruaenmediaturm at Cologne, 22-24 October, 1999.); Source: http://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Sheila-Jeffreys-The_Eroticism_of__In_Equality.pdf
- Prostitution**:** The New 'Abolitionism', *Sinead Kennedy; Irish Marxist Review; Source: http://www.irishmarxistreview.net/index.php/imr/article/viewFile/40/43*
- When Prostitution Wasn't a Crime: The Fascinating History of Sex Work in America, *Melissa Gira Grant* / AlterNet; February 18, 2013; *Source: http://www.alternet.org/news-amp-politics/when-prostitution-wasnt-crime-fascinating-history-sex-work-america*

- India's Hindu Temples Where Virginity is For Sale, *Joanna Sugden; April 6, 2013; Source: http://www.sikhchic.com/current_events/indias_hindu_temples_where_virginity_is_for_sale*
- *Is sex* work *an expression of women's choice and agenvy?,* Sophia Gore, Mar 14 2014; Source: http://www.e-ir.info/2014/03/14/is-sex-work-an-expression-of-womens-choice-and-agency/
- Position on prostitution and the sex industry, Proletarian Feminism; Source: http://proletarianfeminism.tumblr.com/post/98484985133/position-on-prostitution-and-the-sex-industry
- 10 Types Of Prostitutes In History, Debra Kelly; February 11, 2014; Source: http://listverse.com/2014/02/11/10-types-of-prostitutes-in-history/
- A history of prostitution: How old is the sex trade?, **Zac Fanni**; *30 January 2014;* Source: Source: http://sabotagetimes.com/reportage/a-history-of-prostitution-how-old-is-the-sex-trade/#
- Prostitution in Classical Athens, by writer873; published on 18 January 2012; Source: http://www.ancient.eu/article/28/(Ancient History Encyclopedia).
- Dictionary Meanings of Prostitute; Source: http://www.etymonline.com/index.php?term=prostitute (Online Etymological Dictionary)
- Prostitution; Source: Source: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Prostitution (New World Encyclopedia).
- The history of female prostitution in Australia; By Raelene Frances, From W.I.S.E. Women's Issues and Social Empowerment, 1994. Source: http://www.hartford-hwp.com/archives/24/230.html
- From primitive communism to class society; Source: http://www.worldsocialism.org/spgb/education/depth-articles/history/primitive-communism-class-society (The Socialist Party of Great Britain/web-portal)
- Secret Service Scandal: Why Men Buy Sex, by Stephanie Pappas, Live Science Contributor; April 27, 2012 06:42pm ET; Source: http://www.livescience.com/19964-secret-service-scandal-prostitution.html (livescience (web-page)
- Who is Involved in Systems of Prostitution? Source: http://sagesf.org/who-involved-systems-prostitution (The SAGE Project)
- OF BADGES, BULLETS AND BROTHELS, Researched and written by Detective Sergeant John Burchill; Last update: November 24, 2014; Source: http://www.winnipeg.ca/police/history/story17.stm
- Prostitution is commercial rape, says Gloria Steinem; Wednesday, 29 January 2014, PTI; Source: http://www.dnaindia.com/india/report-prostitution-is-commercial-rape-says-gloria-steinem-1958154.
- A brief history of brothels, The Independent (UK); Saturday, 21 January 2006; Source: http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/a-brief-history-of-brothels-523962.html?printService=print
- History of Prostitution, By Tom Head. Source: http://civilliberty.about.com/od/gendersexuality/tp/History-of-Prostitution.htm
- Prostitutio in India: Issues and Trends, By *K. Jaishankar** and *Debarati Haldar***. Source: http://www.erces.com/journal/articles/archives/volume3/v02/v03.htm

- Sacred prostitution**;** From Wikipedia, the free encyclopedia;
- Forced Prostitution in the name of God, Manjula Pradeep; Source: http://idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/Key_Issues/Dalit_Women/Forced_prostitution_in_the_name_of_God.pdf
- Brothel Discoveries Shed Light on US End of LatAm Sex Trade, Mimi Yagoub; Wednesday, 28 May 2014; Source: http://www.insightcrime.org/news-briefs/brothel-discoveries-shed-light-on-us-end-of-latam-sex-trade
- American Military-Base Prostitution, Jennifer Latstetter; Source: http://web.wm.edu/so/monitor/issues/06-2/6-latstetter.htm
- Army sex and military brothels contributed to victories in major wars; 02.04.2007 07:42; Source: http://english.pravda.ru/society/sex/02-04-2007/88868-army_sex-0/#
- United States: Address role of U.S. military in fueling global sex trafficking, 4 Mar 2013; Source: http://www.equalitynow.org/take_action/sex_trafficking_action481